বর্ষার কোলকাতা (ক্লাস ৪-৫)

গরমের পরেই বর্ষা আসে। প্রকৃতি নেচে ওঠে আনন্দে, বর্ষার আগমনে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আমিও আনন্দ পাই।

আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস বর্ষাকাল। কোলকাতার আকাশের রূপ বদলায়। দিগন্তব্যাপী আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। কোথাও সূর্যের দেখা মেলে না। সারাদিন মেঘের আড়ালে থাকে। আকাশ যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে। বৃষ্টি কখনও মুষলধারে, কখনও বা ঝিরঝিরে হয়ে ঝড়ে পড়ে। কানে আসে তার একটানা শব্দ। বৃষ্টির জন্য জানলা খোলার উপায় থাকে না । তাই দরজা খুলে বারান্দায় উঁকি দিই। মা অমনি চেঁচিয়ে ওঠেন , 'বারান্দায় যেও না, বৃষ্টির জলে ঘর ভরে যাবে।' কখনো কখনো মার কথা অমান্য করেই চুপটি করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। দেখি সারা আকাশে জলভরা কালো মেঘের ছুটোছুটি, মেঘের বুক চিরে বিদ্যুতের খেলা আর মেঘের গুরু গর্জনে আকাশের মাতামাতি। বজ্রপাত হয়। নেমে আসে অবিরল বারিধারা। মেঘ বৃষ্টিতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে থাকে।

বর্ষার স্পর্শে গাছপালা নতুন পাতায় ভরে যায়। কদম, করবী, যুঁই, দোপাটি ফুলে গাছ ভরে যায়। লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, ঢেঁড়স, পেয়ারা, আনারস আর শশায় বাজার ছেয়ে যায়। বর্ষার জলধারা বায়ুকে করে বিশুদ্ধ। ঝুলন, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী এই সব উৎসব হয় বর্ষাকালে।

এই সময় কোলকাতার মানুষের অসুবিধাও খুব হয়। এক নাগাড়ে বৃষ্টি পড়ার দরুন বাড়ির সামনের পথে জল জমে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেই জলের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে খেলা করে। কাগজের নৌকা বানিয়ে জলে ভাসায়। মানুষের অনেক অসুবিধা হয় তবুও সবাই মনে প্রাণে এই বৃষ্টিকে উপভোগ করে। আমারও বাড়িতে বসে থাকতে ভাললাগে না। ইচ্ছা করে ছাতা মাথায় চারিদিকটা ঘুরে দেখে আসি। কিন্তু বড়দের বকুনির ভয়ে তা সম্ভব হয় না।

অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও কোলকাতায় বর্ষা ঋতুর সমাদর অনেক। 'বর্ষামঙ্গল' ও 'বন-মহোৎসব' বর্ষাকেই কেন্দ্র করে উদযাপিত হয় । অতি বৃষ্টিতে স্কুলও হঠাৎ ছুটি ঘোষণা করে। এইসব কিছুর মধ্যে দিয়ে বর্ষা হয়ে উঠেছে আমার প্রিয় ঋতু।

© আরকেড ইনফোটেক ২০১৫

এই রচনার অনুসরণে, অন্যান্য রচনা
আমার প্রিয় ঋতু
বর্ষাকালের বর্ণনা
বৃষ্টির জন্যে হঠাৎ ছুটি